উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২ বৈশাখ ১৪২৫ সোমবার ৪.০০ টাকা 16 April 2018 Monday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

সিন্ধুকে হারিয়ে সোনা সাইনার

গোল্ড কোস্ট, ১৫ এপ্রিল ঃ জয়ের হাসি হাসলেন সাইনা নেহওয়াল।

পিভি সিন্ধুর সঙ্গে দ্বৈরথে নতুন ইতিহাস তৈরি করে সোনা জিতে নিলেন। গোপীচাঁদের দুই ছাত্রীর লড়াই ঘিরে রীতিমতো উৎসব। তেরঙ্গা পতাকা, ভারতীয় আবেগ মিলেমিশে একাকার। গ্যালারির যে মেজাজে আরও রং ছড়াল কোর্টে দুরন্ত লড়াই। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষে ২১-১৮, ২৩-২১ গেমে সোনালি সাফল্য সাইনার। ক্রমতালিকায় ৯ ধাপ এগিয়ে থাকা সিন্ধু ফেভারিট ছিলেন। কিন্তু সব হিসেব উলটে দিয়ে নয়া নজির গড়লেন।

২০১০ দিল্লি কমনওয়েলথ গেমসেও সোনা জিতেছিলেন মহিলাদের সিঙ্গলসে। ৮ বছরের ব্যবধানে ব্যক্তিগত বিভাগে ফের পোডিয়ামের শীর্ষস্থান। দ্বিতীয় কোনো ভারতীয় কন্যার যে রেকর্ড নেই। গোল্ড কোস্ট কমনওয়েলথ গেমস সাইনার কাছে ছিল ঘুরে দাঁড়ানোর মঞ্চ। যে মঞ্চটাকে দারুণভাবে কাজে লাগালেন। মিক্সড টিম ইভেন্টেও সোনা জয়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন। এবার একক প্রদর্শনী।

চলতি আসরে জোড়া সোনা লাভের পথে ১২টি ম্যাচ খেলে অপরাজিত থাকলেন। এরমধ্যে শেষ এগারো দিনে এগারোটি ম্যাচ। শুধু টেকনিক, দক্ষতা নয়, ফিটনেসেও নিজেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন সাইনা। সবকিছু ছাপিয়ে সোনার ম্যাচে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সিন্ধুকে হারানোর তৃপ্তি। কয়েক মাস আগে ন্যাশনাল ব্যাডমিন্টনে সিন্ধু কে হারিয়েছিলেন। কিন্তু কমনওয়েলথের মতো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে জয়টা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সোনার পদক গলায় ঝুলিয়ে সাইনা বলেও দিলেন, অলিম্পিকের ব্রোঞ্জ জয়ের মতো এই পদকও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

পোডিয়ামের শীর্ষস্থানের মধ্যেই শুধু আটকে নেই সাইনার আজকের সাফল্য। সিন্ধুর উত্থানে ভারতীয় মহিলা ব্যাডমিন্টনের রানির সম্মান হাতছাড়া করেছিলেন। আন্তর্জাতিক সার্কিটে সিন্ধুর সাফল্যে ক্রমশ ঢাকা পড়ে যাচ্ছিলেন। ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে সিন্ধুকে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। আজ তারই বাস্তব প্রতিফলন ঘটল কয়েক হাজার মাইল দূরের গোল্ড কোস্টে। আর সাইনার উত্থান পর্বের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই চালিয়েও শেষ পর্যন্ত হার মানতে বাধ্য হন পিভি সিন্ধু।

সাইনার দুরন্ত সাফল্যের মধ্যে সিন্ধু-সমর্থকদের আক্ষেপ প্রত্যাশিত। বিশেষত, ফাইনালে যেভাবে বারবার আটকে যাচ্ছেন তা চিন্তার। রিও অলিম্পিক, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের পর কমনওয়েলথ গেমস-দ্বিতীয় হয়েই থাকতে হয়েছে সিন্ধুকে। কোচ গোপীচাঁদ যদিও বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। সাফ বলে দিলেন, এটা কোনো সমস্যা নয়। ভালো খেলে ফাইনালে উঠে আসছে। সেই কৃতিত্বটা প্রাপ্য। ১০০-র মধ্যে ৯৯টি ম্যাচ জেতাটাও কিন্তু তারিফযোগ্য।

এরপর নয়ের পাতায়

আজকের দাম

পেট্রোল– ₹৭৬.৫২
ডিজেল– ₹ ৬৭.৬২

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

কেন্দ্রের খসড়া নীতিতে বনবাসীদের অধিকার খর্বের ইঙ্গিত

শিলিগুড়ি ও নয়াদিল্লি, ১৫ এপ্রিল ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়া বন নীতিতে এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে যা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক এড়ানো সম্ভব হবে না। কারণ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল মনে করে ওই খসড়া নীতি যদি হুবহু গৃহীত হয় তাহলে যেমন জঙ্গলের পরিবেশ বিপন্ন হবে, তেমনই আদিবাসীদের অধিকারও ক্ষুণ্ণ হতে পারে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএমের অবস্থানেও কিছুটা মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। সিপিএম ইতিমধ্যে ওই খসড়া প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেছেন, 'এটা তো একটা খসড়া প্রস্তাব। প্রস্তাব আর বাস্তবের মধ্যে অনেক ফারাক। আইন তো অনেক কড়া পদক্ষেপ করতে চায়। কিন্তু তা বাস্তবায়িত করা কঠিন।'

কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়া নীতিতে আদিবাসীদের অধিকার সম্পর্কে এমন কিছু বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে যা নিয়ে বিতর্ক অবশ্যম্ভাবী। ওই খসড়া নীতিতে আদিবাসী সম্প্রদায় এবং বনবস্তির বাসিন্দাদের বনের উপর অধিকার খর্বের ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত কাঠ বাদে জঙ্গলে উৎপাদিত অন্যান্য সামগ্রীর উপর অধিকার রয়েছে গ্রামসভার হাতে। কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়া প্রস্তাবে তা কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত একটি কর্পোরেশনের হাতে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বনাধিকার আইনের ৫ নম্বর ধারায় বন্যপ্রাণ, জঙ্গল এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া আছে জঙ্গলের বাসিন্দাদের। সেখানে

জলসম্পদ এবং পরিবেশের পক্ষে স্পর্শকাতর এলাকাগুলোর সংরক্ষণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি তপশিলি আদিবাসী এবং বনবস্তির বাসিন্দাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। বনাধিকার আইন বলেছে, বন্যপ্রাণী, জঙ্গল এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য গ্রামসভা যা সিদ্ধান্ত নেবে তা মেনে চলা নিশ্চিত করতে হবে।

এখন কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়া বননীতিতে গ্রামসভার অধিকার খর্ব করার ইঙ্গিত রয়েছে। সেখানে বনমন্ত্রক নিয়ন্ত্রিত কমিটিকে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে। অথচ ওই কমিটিতে এমন লোকরা থাকবেন যাদের জঙ্গল, জঙ্গলের পরিবেশ এবং সেখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাপনের ধারা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। ফলে তাঁরা বুঝবেন না স্থানীয় সম্প্রদায় কী চায় এবং বন্যপ্রাণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বনজন শ্রমজীবী মঞ্চের আহ্বায়ক লাল সিং ভুজেল বলেছেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার যদি বনাধিকার আইন খর্ব করার চেষ্টা করে, তা কোনোভাবেই মানা হবে না। বিশেষত বনাধিকার আইনে গ্রামসভার যে অধিকার দেওয়া আছে তা খর্ব করার চেষ্টা চলছে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'যদি এই নীতি গৃহীত হয় তাহলে তার প্রতিবাদে বনবস্তির বাসিন্দারা দেশজুড়ে আন্দোলনে নামবেন। আমরা গোটা বিষয়ের উপর নজর রাখছি।'

কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়া নীতিতে অরণ্যায়নের জন্য যেসব প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তাতে ওই কাজে বেসরকারি সংস্থা অথবা কর্পোরেশনের প্রবেশের সম্ভাবনা

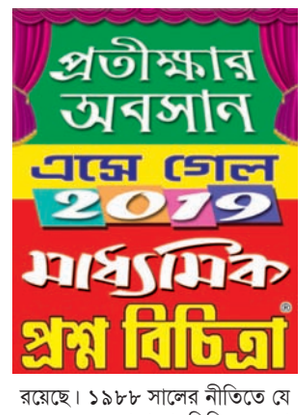

রয়েছে। ১৯৮৮ সালের নীতিতে যে জঙ্গলের সম্প্রসারণ নিশ্চিত করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকারের খসড়া প্রস্তাবে তা মেনে নেওয়া হয়েছে। ১৯৮৮ সালের নীতিতে জঙ্গলের জমি অন্যান্য কাজে কীভাবে ব্যবহার করা যাবে তা নিয়ে গোটা একটি ধারায় আলোচনা করা হয়েছিল। অথচ এ ব্যাপারে খসড়া প্রস্তাবে মাত্র একটি লাইন বরাদ্দ করা হয়েছে।

রাজ্যের আদিবাসী কল্যাণমন্ত্রী জেমস কুজুর অবশ্য জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের এমন কোনো খসড়া নীতির কথা তাঁর জানা নেই। কোনো নিয়ন্ত্রক সংস্থার ব্যাপারেও তিনি কিছু জানেন না। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্য সরকার বনবাসীদের মধু সংগ্রহের জন্য লাইসেন্স দিচ্ছে, জমির পাট্টা দিচ্ছে। তাঁদের জঙ্গল এলাকা থেকে জ্বালানি সংগ্রহের লাইসেন্সও দেওয়া হচ্ছে। আরও নানারকম সুবিধা পাচ্ছেন বনবাসীরা। তাতে ওঁরা ভালোই আছেন।' মন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট, এই খসড়া ঘিরে বিতর্ক নিশ্চিত।

ভোটের ভাগ্য কোর্টের হাতে

আজ রায় ঘোষণা করবে আদালত

কলকাতা ও মালদা, ১৫ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, সোমবার আদালতের রায়ের পর তার অবসানের সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ওই বিষয়ে তাদের রায় ঘোষণা করবে। সেই রায়ের উপর নির্ভর করবে পঞ্চায়েত নির্বাচন আদৌ আগেকার নির্ঘণ্ট মেনে করা সম্ভব হবে কিনা। বেশিরভাগ আইনজ্ঞের ধারণা, আদালতের রায় যাই হোক না কেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন যে নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে তা মেনে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা আদৌ সম্ভব নয়। মালদা জেলা আদালতের আইনজীবী দেবকিশোর মজুমদার বলেছেন, 'আমার ধারণা, পূর্বনির্ধারিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ভোট করা যাবে না। কারণ এই মুহূর্তে আদালতের নির্দেশে নির্বাচনের সব প্রক্রিয়া বন্ধ রয়েছে। ফলে আদালত যদি ভোটের প্রক্রিয়া শুরু করার পর নির্দেশও দেয় তাহলে সেইসব প্রক্রিয়া শেষ করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। এখন যা পরিস্থিতি তাতে নির্দিষ্ট সময়ে ভোট করা খুবই কঠিন।'

কলকাতাতেও আইনজীবীদের একাংশের একইরকম ধারণা। তাঁদের বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী ১৬ এপ্রিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। ওইদিনই বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার ও বিচারপতি অরিন্দম মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ রায় ঘোষণা করবে। ফলে ওইদিন মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শেষ করা কঠিন। আইনজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে নির্বাচন কমিশনকে ফের নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করতে হবে। এমনিতে নির্বাচনের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর প্রার্থীতালিকা চূড়ান্ত হয়। তারপর নির্বাচন কমিশন নির্দল প্রার্থীদের প্রতীক বণ্টন করে। তারপরই ব্যালট পেপার ছাপানোর জন্য পাঠানো হয়। ফলে নতুন করে যদি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন ঘোষণা করতে হয় তাহলে এই গোটা প্রক্রিয়া পিছিয়ে যেতে পারে। তবে জলপাইগুড়ির আইনজীবী ও রাজ্য বার কাউন্সিলের সদস্য গৌতম দাস মনে করেন, কলকাতা হাইকোর্ট এমন কোনো রায় দেবে না যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। তাঁর বক্তব্য, 'মহামান্য সুপ্রিমকোর্ট পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে মামলায় কোনো রায় দিতে চায়নি। নির্বাচন কমিশন একটি স্বশাসিত সংস্থা।' গৌতমবাবুর ধারণা, 'নির্বাচন কমিশন সোমবার হাইকোর্টে হলফনামা জমা দেওয়ার পর আদালত মনে হয় না নির্দেশ দেবে। কারণ নির্বাচনের নির্ঘণ্ট কমিশন আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে।' কিন্তু আলিপুরদুয়ারের আইনজীবী প্রশান্ত নারায়ণ মজুমদার মনে করেন, '৩ দফায় নির্বাচনের দিন কিছুটা পিছাতে পারে। তবে আদালত এমন কোনো রায় দেবে না যাতে ভোটের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়।' কোচবিহারের আইনজীবী রাজু রায়ের ধারণা, 'হাইকোর্ট মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন বাড়ানোর কথা বলতে পারে। সেক্ষেত্রে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দিন পিছাতে পারে। ভোটও পিছিয়ে যেতে পারে।' শিলিগুড়ি বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক চন্দন দে-র বক্তব্য, 'আমরা চাই মানুষ যেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। ভয়ের পরিবেশ যেন না থাকে। বিরোধীরা যাতে গোটা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, তা দেখা দরকার। আদালত যা রায় দেবে তা নিশ্চয় সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষেই দেবে।'

আদালতের রায়ের উপর সব রাজনৈতিক দলের নেতাদেরই ভরসা আছে এবং বেশিরভাগ দলের নেতারাই মনে করেন, নির্ধারিত সময় ভোট হওয়া সম্ভব নয়। যেমন মালদায় তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন বলেছেন, 'কোর্টে কী হবে তা আমি জানি না। হয়তো সময় দু-একদিন বাড়তে পারে।' যদিও জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূলের সভাপতি সৌরভ চক্রবর্তীর বক্তব্য, 'যাঁরা মানুষের রায় মাথা পেতে নিতে পারেন না তাঁরাই আদালতের দ্বারস্থ হন। আমরা মানুষের রায় মেনে নিই বলে আদালতে যাই না। নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়েই হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ভোটের সূচির যে পরিবর্তন হবে সে ব্যাপারে নিশ্চিত মালদা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হেমন্ত শর্মা। তিনি বলেছেন, 'আমাদের মনে হয় নির্দিষ্ট সূচি মেনে ভোট হবে না। এই মুহূর্তে পর্যবেক্ষকও তুলে নেওয়া হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে। তাই নির্ধারিত সময় ভোট সম্ভব নয়।' একই ধারণা বিজেপি এবং সিপিএম নেতাদেরও। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেছেন, 'নির্বাচনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার। আমাদের এই অভিযোগ আদালতের রায়ে প্রমাণিত হয়েছে। মানুষ যাতে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন আদালত তা নিশ্চয়ই দেখবে।'

একইভাবে জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সহ আহ্বায়ক দীপেন প্রামাণিকের আশা, নির্বাচন নিয়ে আদালতের এই স্থগিতাদেশ বজায় থাকবে।

গ্রাম দখল নিয়ে উত্তেজনার পর ইসলামপুরের নারায়ণপুরে পুলিশি টহল। রবিবার মনজুর আলমের তোলা ছবি।

মার্কেট কমপ্লেক্স নিয়ে তৃণমূলে গোষ্ঠীকোন্দল

রণজিৎ ঘোষ ● শিলিগুড়ি

১৫ এপ্রিল ঃ সরকারি জমি দখল করে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি ইস্যুতে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল। দলের একাংশ যেখানে এই সিন্ডিকেটের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে, সেখানে অপর অংশ এই জমি পুনরুদ্ধারের জন্য সোমবার থেকে রাস্তায় নামছে। হাতে দলীয় ঝান্ডা, প্ল্যাকার্ড নিয়ে এই জমি থেকে বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার দাবিতে অবস্থানে বসছে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের একাংশ। ফলে জমি মাফিয়া সিন্ডিকেট ঘিরে অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব। দলের ওই অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা শহর ব্লক কমিটির (ব্লক-১) সভাপতি সঞ্জয় পাঠক বলেন, 'সরকারি জমি দখল করে এভাবে মার্কেট তৈরি কখনওই মেনে নেওয়া যায় না। শুধু আমাদের দলই নয়, যে দলেরই লোকজন এই ঘটনায় জড়িত থাকুক না কেন তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।' তবে, জমির ব্যবসা ঘিরে এলাকায় দলে গোষ্ঠীকোন্দলের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সঞ্জয়বাবু।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারিতে প্রায় সাড়ে তিন বিঘা সরকারি জমি দখল করে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের মদতপুষ্ট স্থানীয় একটি জমি মাফিয়া সিন্ডিকেট এই মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করছে বলে সূত্রের খবর। ওয়ার্ডের দলেরই এক দাপুটে নেতা এই সিন্ডিকেটের মাথায় রয়েছেন। জেলা পার্টি থেকে শুরু করে প্রশাসনিক স্তরে তাঁর এতটাই প্রভাব রয়েছে যে সবার চোখের সামনেই দিনের আলোয় বেশ কিছুদিন ধরেই ওই জমিতে বাজার তৈরি হলেও কেউই নাকি কিছুই জানতেন না। কে এই নেতা ? পার্টি থেকে প্রশাসন সর্বস্তরে কেনই বা তাঁর এত প্রভাব ? তৃণমূল সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় থাকা এই নেতা ২০১৫ সালের পুরনিগম নির্বাচনের আগে হঠাৎই তৃণমূলে যোগ দিয়ে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড থেকে প্রার্থীও হন। প্রার্থী হওয়ার জন্য প্রথমে দলীয় নেতাদের পকেটে লক্ষ লক্ষ টাকা ঢেলেছিলেন এই নেতা। তিনি জয়ী হতে না পারলেও সেই সময় থেকেই দলীয় তহবিলে প্রচুর টাকা দিয়ে আসছেন। শুধু এই নেতাই নয়, ওই এলাকায় জমি মাফিয়াচক্রে কলেজপাড়ারও এক তৃণমূল নেতা রয়েছেন। তাঁর মাধ্যমেই দলের সম্মেলন, মহিলা কনভেনশন সহ পার্টির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে টাকা পৌঁছান এই নেতা। তার বিনিময়েই এলাকায় দাপিয়ে সরকারি, ব্যক্তিগত এবং বিতর্কিত জমি দখল করে বিক্রির চক্র চালান। দলেরই একাংশের মতে, পার্টির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যে নেতা লক্ষ লক্ষ টাকা দেয়, সে তো বেআইনি কাজকর্ম করে বাজার থেকে টাকা তুলবেই। দলীয় নেতৃত্বের এখন ওই নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতাই নেই। কেননা, সিন্ডিকেট বন্ধ করতে প্রশাসনকে এগিয়ে দিলে উলটে দলই বিপাকে পড়ে যাবে।

এরপর নয়ের পাতায়

নজরকাড়া

কবরে বিতর্ক

জম্মু ঃ কাঠুয়া গণধর্ষণে বিতর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে। রবিবার নিহত শিশুটির দেহ বাড়ির কাছেই কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তার আত্মীয়রা। তাঁদের বাধা দেয় গ্রামবাসীদের একাংশ। যে জমিতে তাকে কবর দেওয়া হচ্ছিল সেটি তার পালক বাবার নয় বলে জানায় তারা। শেষপর্যন্ত প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে তাকে কবরদেওয়া হয়।

চারের পাতায়

অর্ডিন্যান্সের ভাবনা

নয়াদিল্লি ঃ তপশিলি জাতি এবং উপজাতি আইন নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের রায় পুনর্মূল্যায়নের আর্জি আগেই জানানো হয়েছে। এবার দলিত বিক্ষোভের আগুনে জল ঢালতে ওই আইনকে আরও কঠোর করতে চায় মোদি সরকার। আর সেই কঠোর করার প্রক্রিয়ায় অর্ডিন্যান্স জারি করে এগোনোর পক্ষপাতী কেন্দ্র।

চারের পাতায়

কোণঠাসা রাশিয়া

নিউ ইয়র্ক ঃ সিরিয়ায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার নিন্দা করে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে রাশিয়া যে প্রস্তাব পেশ করেছিল তা খারিজ হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে আমেরিকা বলেছে সিরিয়া যদি ফের রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ করে তাহলে আমেরিকা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা অব্যাহত রাখবে।

পাঁচের পাতায়

রোহিঙ্গাদের পরিচয়

ঢাকা ঃ রোহিঙ্গাদের সরকারি পরিচয়পত্র দিতে রাজি মায়ানমার সরকার। শনিবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে তারা জানিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে যে রোহিঙ্গারা রাখাইনে ফিরে আসবে তাঁদের জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। তবে সেই পরিচয়পত্রকে কোনো ভাবেই নাগরিকত্ব বলা যাবে না।

পাঁচের পাতায়

শক্তির উৎস

কলকাতা ঃ নববর্ষের দিন সকালে দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরে, মায়ের সামনে পুজো দিতে গিয়ে কেঁদেই ফেললেন দুঁদে আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে জানান, তিনি মা কালীর একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁর সমস্ত শক্তির উৎস মা তারা।

বারোর পাতায়

নেতারা কথা রাখেননি, রাস্তার উপর বসছে হাট

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ফাঁসিদেওয়া, ১৫ এপ্রিল ঃ প্রশাসন থেকে জনপ্রতিনিধি সকলের দরজায় ঘুরেও জমির ব্যবস্থা হয়নি। তাই রাজ্য সড়কের উপরই হাট বসছে ফাঁসিদেওয়ার লিউসিপাকুড়িতে। ফলে রোদ, বৃষ্টি, ঝড় উপেক্ষা করে ফসল নিয়ে খোলা আকাশের নীচে বসতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষকরা। বছরের পর বছর ধরে এভাবেই ফসল বিক্রির জন্য নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের কয়েকশো কৃষককে। অন্যদিকে, রাস্তার উপর হাট বসায় নিত্যদিন যানজট ও ছোটো, বড়ো দুর্ঘটনা লেগেই থাকছে। মহকুমা পরিষদের ভোটের সময় লিউসিপাকুড়ি হাটের জন্য জমির ব্যবস্থা করা সব রাজনৈতিক দলের অন্যতম এজেন্ডা ছিল। স্থানীয় মানুষজন এবং কৃষকদের অভিযোগ, ভোট ফুরোতেই পরিযায়ী পাখির মতো উড়ে গিয়েছেন নেতারা। ওই এলাকায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেচ দপ্তরের কয়েক একর জমি। কৃষকদের দাবি, সেই জমিতে হাটের পরিকাঠামো তৈরি করুক রাজ্য সরকার।

কোদালিপাড়া, রুইদাস, নিজবাড়ি, লালদাসজোত সহ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষকরা ফসল নিয়ে লিউসিপাকুড়িতে আসেন। সপ্তাহে ছয়দিনই ওই হাট বসে। মরশুমি ফসল ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময় উন্নত প্রযুক্তিতে চাষ হয় ব্লকজুড়ে। লিউসিপাকুড়ির ওই হাট থেকে শিলিগুড়ি শহর ছাড়াও দার্জিলিং ও সিকিমের পাহাড় এবং পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহারেও সবজি যায়। ওইসব এলাকা থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীরাও নিয়মিত হাটে আসেন পণ্য কিনতে। শিলিগুড়ি থেকে ফাঁসিদেওয়া যাতায়াতের একমাত্র রাজ্য সড়কের উপরই হাট বসে। মূল রাস্তা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী সব কয়েকটি গ্রামের রাস্তাতেও পসরা সাজিয়ে বসে কৃষকরা। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হাট চলে। এমনিতেই ফসল বিক্রি এবং কেনার জন্য বহু গাড়ি রাস্তা ও আশপাশের এলাকায় জড়ো হয়। এর উপর নিত্যদিন চলাচলকারী যানবাহন তো আছেই। এছাড়া ইন্দো-বাংলাদেশ সীমান্ত হওয়ায় প্রতিনিয়ত ওই এলাকার উপর দিয়ে বিএসএফের গাড়ি যাতায়াত করে।

এরপর নয়ের পাতায়

লিউসিপাকুড়িতে এখন রাস্তাতেই বসছে হাট। –সংবাদচিত্র

মিলনমেলায় হিট ১৫০ টাকার ইলিশ

পূর্ণেন্দু সরকার ও রণজিৎ বিশ্বাস

জলপাইগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ ইলিশে বর্ষবরণ। ৫০০ গ্রাম থেকে এক কেজি ওজনের এক একটি বাংলাদেশি ইলিশ বিকোল মাত্র ১৫০ টাকা থেকে ৪০০ টাকায়। ইলিশকে কেন্দ্র করে রবিবার বাংলা নতুন বছরের প্রথম দিনে দুই বাংলা মাতল মিলন উৎসবে। এদিন রাজগঞ্জ ব্লকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ভোলাপাড়া, খালপাড়া, গাডরা ও মদনবাড়িতে দুই দেশের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া ও সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কড়া পাহারায় দুই দেশের বাসিন্দারা নিজেদের নিকটাত্মীয়দের দেখে অনেকেই কান্নায় ভাসলেন। এভাবে কান্নাকাটির সুবাদে এই মেলা 'হাসিকান্নার মেলা' নামেও পরিচিত। উদ্যোক্তাদের দাবি, মেলাকে কেন্দ্র করে প্রায় এক লক্ষ মানুষ ভিড় জমিয়েছিল। সবাই মেলার আনন্দে মাতার পাশাপাশি নিজেদের মধ্যে উপহার দেওয়া-নেওয়া সারলেন আর মেলা শেষে অনেকেই ইলিশ হাতে বাড়ি ফিরলেন।

বাঙালির বর্ষবরণের ইতিহাসে ইলিশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থাকলেও এর সূত্র অনেকেরই অজানা। ভোজনরসিকদের একটি বড়ো অংশেরই দাবি, বর্ষবরণের দিনে একটু ভালোমন্দ খাওয়ার ইচ্ছা থেকেই পাতে ইলিশের সংযোজন। আর স্বাদু ইলিশ মানেই বাংলাদেশ। ইলিশ নির্ভর অর্থনীতিকে শক্তপোক্ত করতে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই ইলিশ চাষে অনেক বাধানিষেধ আরোপ করেছে। বছরের একটি বিশেষ সময়কালে ইলিশ ধরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

এরপর নয়ের পাতায়

কাঁটাতারের ওপার থেকে ইলিশ ছুড়ছেন বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা। ছবি ঃ সমীর